আকবর হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
ও
প্রকল্প পরিচালক
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

জনাব আকবর হোসেন ১৯৬২ সালের ১৬ নভেম্বর যশোর জেলাধীন কেশবপুর উপজেলার নিভৃত পল্লী কাকবান্ধালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় সুফলাকাঠী স্কুল থেকে এসএসসি এবং যশোর এমএম কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশ করেন। আকবর হোসেন বাংলার অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মানসহ প্রাণি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মৎস্য গবেষণায় প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন।

পড়াশোনা শেষ করে ১৯৮৮ সালে বিসিএস দিয়ে প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার পদে যোগদান করেন আকবর হোসেন। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে সততা, নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা দিয়ে প্রজাতন্ত্রের সেবাবৃত্তিক দায়িত্বপালন তাঁকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। কর্মজীবনের ধারাবাহিকতায় সহকারী কমিশনার ভূমি,উপজেলা মেজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী বায়ো টেকনোলজী উপদেষ্টা এবং সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে বিভিন্ন দপ্তরে প্রশংসনীয় কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাজের সেরা স্বীকৃতির পুরস্কার হিসেবে প্রায় চার বছর লিবিয়ায় বাংলাদেশি দুতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারীর একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। লিবিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণে প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় ভূমিকা রেখেছেন। মৃতপ্রায় লিবিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার হিসেবে ব্যান্সডকে সফল দায়িত্ব পালন ছাড়াও কর্মজীবনে একাধিকবার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে এবং উপসচিব হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়,গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রণালয় , একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যুগ্মসচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে মনিটরিং সেলের (যা পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত) নেতৃত্বে সততা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেছেন। তাঁর যোগ্যতা, সততা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের নানান বিষয়ে ইন্সার্ভিস প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কাজের মূল্যায়ন ও উচ্চতর কর্মদক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ কর্মময় জীবনের সাফলতার স্বীকৃতি, কর্মজীবনে একাধিকবার জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াসহ ইরান, মালয়েশিয়া, ইউকে, ইউএসএ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে কর্মদক্ষতা শাণিত করার এক দুর্লভ সুযোগ অর্জন করেছেন। এছাড়া শিক্ষা ও শুভেচ্ছা সফরে একাধিকবার দক্ষিণ কোরিয়া , চীন ও সিঙ্গাপুর সফরের অর্জিত জ্ঞান জাতিগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।